



সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২৭৮
WEEKLY BOOKLET: 278

আমীরে
আহলে সুন্নাত'র
নিকট

জিন্দেব্

ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর

- জিনদের অস্বীকার করা কেমন?
- ঘরের মধ্যে ইবলিশ কেন কান্না করে?
- সুগন্ধি লাগানোর কারণে কি জিনে ধরে?
- জিনদের থেকে সুরক্ষিত খার রুহানী চিকিৎসা

উদ্ভাষক:
ডাক্তার-মতিজাউল ইসলাম মাহসিন
(মৃত্যুর ইবাদত)

Islamic Research Center



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ط
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

(এই পুস্তিকাটি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ এর নিকট কৃত প্রশ্নের উত্তর সম্বলিত)

আমীরে আহলে সুন্নাত'র নিকট জিনদের ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর

জা'নশীত আমীরে আহলে সুন্নাত'র দায়া: হে মুস্তফার প্রতিপালক! যে কেউ এই “আমীরে আহলে সুন্নাত'র নিকট জিনদের ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর” পুস্তিকাটি পড়ে বা শুনে নিবে তাকে সব ধরনের বিপদ আপদ ও দুষ্ট জ্বিনের অনিষ্ট থেকে হেফাযত করুন। أَمِينَ بِجَاوِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

দরুদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: নিশ্চয় আল্লাহ পাক আমার কবরে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন যাকে সমস্ত সৃষ্টির আওয়াজ শুনার শক্তি দান করেছেন, ব্যস কিয়ামত পর্যন্ত যে কেউ আমার উপর দরুদ পাঠ করে সে আমাকে তার ও তার বাবার নাম পেশ করে আর বলে অমুকের সন্তান অমুক আপনার উপর দরুদ পড়েছে।

(মুসনদে বাযযার, ৪/২৫৫, হাদীস: ১৪২৫)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রশ্ন: অনেক লোক ঝাড়-ফুক, জিনজাতি ও যাদু বিশ্বাস করে না,এসব বিষয়ের কি কোন দলিল আছে?

উত্তর: যেসব লোক ফুঁক দেওয়া মানে না তাদেরই একদিন নিজেদের দম (ফুঁক) বের হয়ে যাবে, আসলেই একটি সংখ্যা আছে যারা জিন ইত্যাদির প্রভাব মানে না আর না কোন আমলদার ব্যক্তির মাধ্যমে চিকিৎসা করায়, অথচ তাদের উপর সত্যিই জ্বিনের প্রভাব পড়ে। মনে রাখবেন! হাদীসে মোবারকা দ্বারা জিনদের প্রভাব প্রমাণিত বরং কুরআনে কারিমে পুরো একটি সূরার নাম রয়েছে “সূরা জিন” এছাড়াও কুরআনে কারিমের (বিভিন্ন স্থানে) জিনদের আলোচনা রয়েছে। সুতরাং যদি কেউ জিন জাতিদের অস্বীকার করে তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে।

(ফাতাওয়ায়ে হাদীছিয়া, ১৬৭ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়ত, ১/৯৭, খন্ড: ১) (মলফুযাতে আমীরে আহলে মুন্নাত, ৪/৪৬)

প্রশ্ন: জিন হাজির কারির নিকট লোকেরা অতীতের এবং ভবিষ্যতের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে, এরকম করা কি ঠিক?

উত্তর: লোকেরা যখন বুঝতে পারে অমুককে জ্বিনে ধরেছে তখন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দেয়, অথচ জিনদের কাছ থেকে অদৃশ্যের সংবাদ জিজ্ঞাসা করা হারাম এবং এটি খুবই বোকামির কাজ বরং যদি এই আকিদা থাকে যে জ্বিনেরা অদৃশ্যের সংবাদ বলতে পারে তাহলে এটা কুফর হবে। (ফাতাওয়ায়ে আফ্রিকা, ১৭৫-১৭৯ পৃষ্ঠা) কেননা কুরআনে পাকে স্পষ্ট রয়েছে যে জিনদের অদৃশ্যের জ্ঞান নেই।^(১)

জিনদের পক্ষে অতীতের কথা বলা সম্ভব, কেননা যখন বাচ্চা ভূমিষ্ট হয় তখন তার সাথে একজন জিন ও একজন ফেরেশতারও জন্ম হয়ে থাকে, এই জিনকে হামযাদ বলা হয়। (মুসলিম, ১১৫৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭১০৯)

- যেমনটি আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: (تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِئُوا فِي الْعَذَابِ الْمُبِينِ) (পারা ২২, সূরা সাবা, আয়াত: ১৪) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** তখন জিনদের বাস্তব অবস্থা প্রকাশ পেয়ে গেলো যদি তারা অদৃশ্য বিষয়ে অবগত হতো তাহলে এ লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে আবদ্ধ থাকতো না।

যেহেতু এই হামযাদ বাল্যকাল থেকেই তার সাথে থাকে তাই তার ঐব্যক্তির সব কথা জানা থাকে আর ঐ হামযাদ জিন হাজির হওয়া জিনকে অতীতের সব কথা বলে দেয় যার কারণে ঐ জিন সঠিক সংবাদ বলে থাকে। (কুফরি কালিমাত কে বারে মে সাওয়ালা জাওয়াব, ৩২২-৩২৩) যেমন “বাল্যকালে তার টাইফেট হয়েছিলো তার বেঁচে থাকার আশা ছিলো না অথবা ডাক্তার অপারেশন করতে বলেছিলো কিন্তু অমুক চিকিৎসা করেছে তখন অপারেশন ব্যতীত সুস্থ হয়ে গেলো ইত্যাদি” আর লোক মনে করে যে সে অনেক কিছু জানে। এইভাবে এসব লোক ঐ জ্বিনের কথায় বিশ্বাস করে অথচ সে কোন অদৃশ্যের কথা বলছে না বরং অতীতের সব কথা ঐ হামযাদের কাছ থেকে শুনে বলে থাকে। সমস্যা ভবিষ্যতের সংবাদ নিয়ে হয়ে থাকে সুতরাং ভবিষ্যতের সংবাদ জিজ্ঞাসাবাদ কর যাবে না “অমুক কাজ হবে কি হবে না, আমার অমুক জায়গায় চাকরি হবে কি হবে না অথবা অমুক জায়গায় বিবাহ করতে চাই তো বিয়ে হবে কি হবে না, আমার বাচ্চা কি ঠিক হবে নাকি হবে না ইত্যাদি ইত্যাদি” এসব কথা জিনদের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করা উচিত নয় কেননা এতে ঈমানের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে কেননা যদি এই বিশ্বাস রেখে জিজ্ঞাসা করে যে জিনেরা অদৃশ্যের সংবাদ বলতে পারে তাহলে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে, কিন্তু আফসোস! বর্তমান বিভিন্ন জায়গায় এইকাজ চলছে। আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে এটা থেকে মুক্তি দান করুন।

যদি কারো উপর জিন ভর করে আর সে যদি কোন বুয়ুর্গুর নামও নেয় যে আমি অমুক, তারপরও কোন মজবুত আমলদার ব্যক্তি থেকে চিকিৎসা করানো উচিত, কেননা সে সত্যিই জিন, যখন চিকিৎসা করা হবে তখন জিন পালিয়ে যাবে। অনেক সময় বংশের মধ্যেও এরকম লোক

থাকে যে সে জিন হাজির করার মিথ্যা দাবী করে থাকে, কেননা এর দ্বারা তার আয় হয়ে থাকে আর কিছু হোক বা না হোক বাহ বাহ তো পায়, কেননা লোক তার নিকট সমবেত হয়ে যায় আর এভাবেই তার মজা লাগে। যদি এই ধরনের কাউকে বুঝানো হয় তখন সে গালিগালাজ শুরু করে দেয়। (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ২/৪৭৩)

প্রশ্ন: মানুষের অনেক ভাষা থাকে এটা বলুন যে, জিনদের ভাষা কি?

উত্তর: জিনদেরও বিভিন্ন ভাষা থাকে, এরা উর্দু, আরবী এবং আরো অনেক ভাষায়ও কথা বলতে পারে। যেমন আমি মেমন কিন্তু উর্দুতে কথা বলছি, একইভাবে এরা যে ব্যক্তির উপর ভর করে তার ভাষায় কথা বলতে শুরু করে, সম্ভবতো তাদের জাতিগত অন্য কোন ভাষা রয়েছে।

একটি পুরনো ঘটনা যে, আমাকে কোন মেমন লোকের নিকট এটা বলে নিয়ে যাওয়া হলো যে তার অবস্থা খুবই খারাপ, আমি তার সাথে গেলাম আর গিয়ে আমার স্বভাব অনুযায়ী তাকে সালাম দিলাম এবং মুসাফাহা করার জন্য হাত বাড়ালাম, কিন্তু সে হাত মিলায়নি, এটা দেখে আমি বুঝলাম যে এখানে সমস্যা অন্য কিছু, সে শুয়া ছিলো আর যে তার উপর ভর করেছিলো সেও মেমনী ভাষায় কথা বলছিলো, ঐসময়ের সকল কথা তো আমার মনে নেই, অবশ্য সে কিছুটা এরকম বলছিলো যে আমি তার সাথে অমুক দেশ থেকে এসেছি আর এরকম এরকম ঘটনা ঘটেছিলো। আমি বললাম তুমি আমার সাথে একা দেখা করো, তোমার সাথে একাকি কথা বলতে হবে, মসজিদে আসো। সে বলল না মসজিদে কষ্ট হবে। আমি বললাম কার কষ্ট হবে? তখন বলল তার কষ্ট হবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কোথায় দেখা করবে? সে বলল: শাশানে (অর্থাৎ হিন্দুদের মৃত লাশ জ্বালানোর স্থান) দেখা করবো। এই কথা দ্বারা আমি

বিষয়টি নিশ্চিত হলাম যে (সে হিন্দু জিন ছিলো)। অতঃপর মেমনী ভাষায় বলতে লাগল হাত মিলাবে? আমি বললাম আমি তো প্রথমেই হাত মিলাতে চেয়েছিলাম। এরপর আমি তার সামনে হাত অগ্রসর করার সাথে সাথে সে তার বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে আমার হাতের তালুতে প্রহার করল, এরপর কম্পিত হলো এবং রোগি নরমাল হয়ে গেলো। রোগি যখনই আমাকে দেখলো তখন বলল **مَا شَاءَ اللَّهُ!** ভাই আসুন! বসুন, খান এবং পান করুন। অর্থাৎ নরমাল হওয়ার পর রোগির জানাও ছিলো না যে তার সাথে কি হয়েছিলো, তার জিন পালিয়ে গেলো। যে সময় সে আমার হাতে তার বৃদ্ধা আঙ্গুল দিয়ে আঘাত করেছিলো তখন আমার শরীরও কেঁপে উঠেছিলো আর যে লোক আমাকে সাথে নিয়ে গিয়েছিলো সে পালিয়ে সিঁড়ির কাছে গিয়ে দাড়িয়ে গিয়েছিলো।

বান্দাকে শুধুমাত্র সাবধান না করা উচিত যে, নিজের বাবাকেও ভয় পায় না, আমি তো অনেক ভয় পায়, আল্লাহ পাক আমাদেরকে তাঁর এরকম ভয় দান করুক যেন আমাদের সকল ভয় দূর হয়ে যায়। মানুষের স্বভাব হলো যে সে ভয় পায় এবং এতে কোন ক্ষতিও নেই। এখনতো করোনা ভাইরাস সবাইকে আতঙ্কের মধ্যে রেখেছে, জীবাণুর এতই ভয় ছড়িয়ে পড়েছে যে বড় বড় বাহাদুরের পিণ্ড পানি হয়ে গেছে। মিথ্যা বলা উচিত নয় যে, আমি কাউকে ভয় পায় না।

একবার কোন এক সম্পদশালী লোক আমাকে জিজ্ঞাসা করল আপনার তো ভয় লাগে না? আমি বললাম আমার তো ভয় লাগে, তাইতো সিকিউরটি গার্ড রাখা হয়েছে। যদি আমি সাবধান করি যে, না আমার ভয় লাগে না তাহলে এটা মিথ্যা হয়ে যাবে। যারা বলে যে আমার ভয় লাগে না, তাদের চিন্তা করা উচিত যে বিড়াল মিয়াও করলেই তো পালিয়ে যায়

আর যদি এখন হুঁদুর বের হয় তখন সকল সাহসীরা হাঁক ডাক দিতে থাকে, তবে যে আল্লাহভীরু সে সবচেয়ে বড় বাহাদুর। মানুষের তাদের মা-বাবাকেও ভয় করা উচিত, অনুরূপভাবে শিক্ষক ও বুয়ুর্গদেরও তাঁদের প্রতি আদবের কারণে ভয় করা উচিত, বুয়ুর্গদের ভয় করা ভালো।

(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৫/২৫১)

প্রশ্ন: লোকেরা বলে থাকে যে, মিষ্টান্ন জিনদের পছন্দনীয় খাবার এটা কি সঠিক?

উত্তর: জিনেরা হাঁড়, কয়লা ও গোবর খেয়ে থাকে। (আবু দাউদ, ১/৪৮, হাদীস: ৩৯) জিনেরা যখন হাড়ি খায় তখন তাদের সেগুলোর চর্বি Taste (অর্থাৎ স্বাদ) অনুভব হয়। পরকথা হলো মিষ্টান্নের কথা তো আমরা ছোট বেলা থেকে শুনে আসতেছি যে, জিনেরা মিষ্টান্ন খায় যদি মিষ্টান্ন তাদের পছন্দনীয় খাবার হয়ে থাকে তাহলে মিষ্টান্নগুলো দোকানে কিভাবে থাকতো? কেননা সমস্ত জিনতো এতোটা ভদ্র নয় যে তারা মানুষের আকৃতিতে এসে মিষ্টান্ন ক্রয় করে নিয়ে যাবে। আমার ধারণা যে জিনেরা যদি মিষ্টান্ন ক্রয় করা শুরু করে দেয় তাহলে মিষ্টান্নের আয় এতটাই হতো যে একটি গলিতে বার বারটি মিষ্টান্নের দোকান খুলে দিতে হতো কেননা একটি বর্ণনা মোতাবেক মানুষের তুলনায় তাদের সংখ্যা নয়গুণ। (তাফসীরে তাবারী, পারা ১৭, সূরা আশিয়া, আয়াত: ৯৬, ৯/৮৫, হাদীস: ২৪৮০৩) (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ২/৬৩)

প্রশ্ন: মানুষের লাশ তো দাফন করা হয়, জিনদের লাশগুলো কি করা হয়?

উত্তর: একটি সাঁপের ঘটনা পাওয়া যায় যে, কাফেলার লোকেরা একটি সাদা সাঁপকে ছটপট করতে দেখল (যখন সেটা মারা গেলো) সেটাকে মুড়িয়ে দাফন করা হলো তখন কিছু আওয়াজ আসল যেটাতে শুকরিয়া আদায় করা হলো এবং বলা হলো যে তিনি একজন সাহাবী জিন ছিলেন যিনি সাঁপের আকৃতিতে প্রকাশ পেয়েছে। (দালায়িলুন নবুওয়াত লি আসবাহানী, ২১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৫৭)

অতঃএব জিনদের দাফন করার ব্যাপারে কি বিধান রয়েছে সে ব্যাপারে লিখিত কোন কিতাব দেখিনি যেটাতে জিনদের মাসআলা লিখা রয়েছে। যদি কোন কিতাবও থেকে থাকে তাহলে সেটা জিনদের মধ্যে থাকবে যেটা থেকে এসব জিনেরাই পড়তে পারবে, যেটা আমাদের দৃষ্টিগোচর হবে না। তবে হ্যাঁ! এরকম মুফতি রয়েছে যিনি জিনদের মাসআলাও জানতেন যেমন হযরত ইমাম (আবু হাফস ওমর বিন মুহাম্মদ) নাসাফি رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ “মুফতিয়ে ছাকলাইন” ছিলেন অর্থাৎ জিন ও মানুষ উভয়ে তাঁর কাছ থেকে ফতোওয়া নিতেন এবং মাসআলা জিজ্ঞাসা করতেন। (আল ফাওয়ায়িদুল বাহিয়া, ১৯৪ পৃষ্ঠা) আসলেই হযরত ইমাম নাসাফি رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ অনেক বড় আলিম হবেন কেননা তাঁর কাছে জিনদের মাসআলার জ্ঞানও থাকবে। বর্তমানে এইধরনের আলিম আছে কিনা আমরা জানা নেই যিনি জিনদের মাসআলা বলতে পারবেন।

(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ১/৪৩৫ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: মুসলমান কি জিনকে ইছালে সাওয়াব করতে পারবে?

উত্তর: জি হ্যাঁ! মুসলমান জিনদের ইছালে সাওয়াব করতে পারবে।

(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ২/৪২৮ পৃষ্ঠা)

জিনকে নিয়ন্ত্রনে আনার চেয়ে নফসকে নিয়ন্ত্রনে আনা হলো সফলতা

প্রশ্ন: আপনি কি জিন নিয়ন্ত্রনে আনার অযিফা পড়ার জন্য দেন?

উত্তর: জিনদেরকে নিয়ন্ত্রনে আনার কোন অযিফা এখনো পর্যন্ত আমি করিনি আর না আমি কখনো কোন জিন বন্দি করেছি। যদি আমার নফস আমার নিয়ন্ত্রনে এসে যায় তাহলে আমার মতো শক্তিশালী ও বাহাদুর আর কেউ হবে না।

নেহেঙ্গ ওয়াহদহা মারা আগারছেহ শেরে নরমারা,
বড়ে মোঘী কো মারা নফসে আম্মারা কো গির মারা ।

নেহেঙ্গ এর অর্থ হলো মাগার মুছ, অর্থাৎ তুমি বাঘকে মেরে ফেলেছো সেটা কোন বাহাদুরি নয়, বাহাদুরি তো এটাই যে তুমি নফসকে মারতে সফল হয়ে যাও ।

জিনকে নিয়ন্ত্রনে আনা আমাদের লাইন নয় । মুয়াক্কিল ও জিনকে নিয়ন্ত্রনে আনার জন্য অনেক লোক বাবাজির কাছে যায় তো এসব লোক স্বয়ং নিজেরাই বাবাজির কবজায় পড়ে না এদিকে থাকে আর না ওদিকে । আ'লা হযরত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া শরীফে হযরত শায়খ মুহিদ্দিন ইবনে আরাবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বাণী বর্ণনা করেন যে, যদি কারো আয়ত্বে “জিন” এসে যায় তাহলে সে কমপক্ষে গৌরব ও অহংকারী হয়ে যায় । (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ২১/৬০৬) এটি তিনি অধিকাংশ লোকের ক্ষেত্রে বলেছেন, কেননা আজকাল তো কারো সাথে SHO বা থানার দারোগার সাথে বন্ধুত্ব হয়ে যায় তাহলে তার পা মাটিতে লাগে না এবং খুবই অহংকার করে চলাফেরা করে যে, আমার SHO এর সাথে বন্ধুত্ব রয়েছে । চিন্তা করে দেখুন যেখানে SHO এর সাথে বন্ধুত্বের এই অবস্থা যে, তার পা মাটিতে লাগে না তাহলে জিনদেরকে আয়ত্বে নিয়ে আসলে তার কি অবস্থা হবে । (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ২/৪০)

প্রশ্ন: কিছু লোকের ধারণা হলো দিনে বা রাতে যখন ১২টা বাজে ঐসময় কিছু লিখা, পাঠ করা, মসজিদে যাওয়া উচিত নয়, অন্যতায় জিনেরা আক্রমণ করে এই কথা কি সঠিক?

উত্তর: রমযান শরীফে দিন রাত ইতিকারকারীগণ মসজিদে পড়ে থাকে আর প্রতিদিন দুইবার ১২টার সময় এসে থাকে, এখনো পর্যন্ত কোন ইতিকারকারীকে জিনে তো আক্রমণ করেনি আর না কোন জিন আক্রমণ করতে পারবে। **إِنْ شَاءَ اللَّهُ**। এসব ধোঁকাবাজি এবং মানুষের প্রচলিত কথা। যে যেটা মনে করে সে সেটা বলে বেড়ায়, ওলামায়ে কেরামদের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে নির্দেশনা নেয়া উচিত।

(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, খন্ড ১০, পর্ব: ২৪৩)

প্রশ্ন: যদি কারো ঘরে বিড়াল কান্না করে এবং চিৎকার দেয় তখন মানুষ বলে যে, ঐ ঘরে যাদু ও জিন রয়েছে এটার কি কোন ভিত্তি আছে?

উত্তর: এসব কথার কোন ভিত্তি নেই। যেহেতু বিড়ালদেরও অনুভব হয়ে থাকে, তাদেরও কিছু না কিছু মুখস্থ থাকে,এরা তো পোষ্য হয়ে থাকে। কারো ঘরে নিয়মিত গেলে তাদের দরজায় প্রবেশ করে অন্যের দরজায় প্রবেশ করে না, এটার অর্থ এটা যে তাদের স্মরণ থাকে। বিড়াল কান্না করার কারণ এটাও হতে পারে যে কোন পশু তার সামনে তার বাচ্চাকে খেয়ে ফেলেছে, যেটার কষ্ট তার কলিজায় বসে গেছে, যখন তার সেটা মনে পড়ে সেকারণে সে চিৎকার ও কান্না করে থাকে। অতএব বিড়াল কান্না করার এই ধরনের যেকোন কারণ হতে পারে কিন্তু বিড়াল কান্না করার এই ধারণা করা উচিত নয় যে সেখানে জিন আছে।

জিন সাধারণত সব জায়গায় থাকে

জিনেরা তো সাধারণত সবজায়গায়ই থাকে কেননা তাদের সংখ্যা মানুষের তুলনায় নয়গুণ বেশি অর্থাৎ একজন মানুষের বিপরীতে নয়জন জিন। এটাকে এভাবে বুঝে নিন যে যদি দুনিয়াতে এক কোটি মানুষ থাকে

তাহলে নয় কোটি জিন থাকবে। মনে রাখবেন প্রত্যেক জিন মানুষকে কষ্ট দেয় না যেমন হাজারো ইসলামী ভাই বিভিন্ন স্থানে সমবেত হয়ে মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহণ করে, কেউ কাউকে বিরক্ত করে না, সকলে শান্ত হয়ে বসে থাকে ঠিক একিইভাবে জিনেরাও শান্ত হয়ে বসে থাকে। অবশ্যই জিনদের মধ্যে দুষ্ট জিনও থাকে যারা মানুষের ক্ষতি করে থাকে। (জিন নয় শুধু) ক্ষতিকারী তো অনেক মানুষও রয়েছে যারা ভীড়ের মধ্যে এই চিন্তায় থাকে যে কারো পকেট কেটে নিবে বা কারো জুতা চুরি করে নিবে। (মলফুযাতে আমীরে আহলে মুন্নাত, ২/১৩৮ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: আজ থেকে কয়েক বছর পূর্বে মহিলাদের সাথে জিনদের এরকম ঘটনা তো এতো বেশি দেখা যেতো না যেখানে আজকাল এসব ঘটনা বেশি দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, এই ব্যাপারে আপনি আমাদের দিক নির্দেশনা দিন।

উত্তর: মহিলাদের সাথে জিনদের এই ঘটনা কয়েক বছর ধরে নয় বরং বাল্যকাল থেকেই দেখে ও শুনে আসছি অবশ্য সবার সাথে এরকম হয় না। মহিলাদের ক্ষেত্রে মাজারে জিনদের হাজিরি হয়ে থাকে, যে কারণে এরা চুল এলোমেলো করে রাখে, এদের মধ্যে অনেকের সাথে জিনের প্রভাব হওয়া এবং তাদের পক্ষ থেকে কষ্ট দেয়া হতে পারে আবার কেউ পাগলামী করলে সেটা মিশ্রণ আকৃতি হবে সুতরাং জিনদের প্রভাব একদমই অস্বীকার করার কোন কারণ নেই। অনেক লোক জিনদের প্রভাব অস্বীকার করে কিন্তু যখন তাদের নিজেদের মাথায় চড়ে বসে তখন তাদের বুঝে আসে আর এখনো যদি বুঝে না আসে তারা মাথা মারতে মারতে মারা যাবে। মনে রাখবেন! প্রত্যেক মহিলার উপর জিনের প্রভাব পড়বে এটা জরুরী নয়, নফসের প্রভাবও থাকে এবং অনেক সময় এমন রোগও

হয়ে যায় যেটা দ্বারা লোক এটা মনে করে যে জিনের প্রভাব পড়েছে যেমন কারো হাত পা বাঁকা হয়ে যায় তো মানুষ এটা মনে করে যে জিনের প্রভাব পড়েছে অথচ রোগের কারণেও এরকম হয়ে থাকে। সাধারণত এমন ঘটনা বাবাজানের দয়া ও অনুগ্রহের উপর হয়ে থাকে যদি বাবা বলে দেয় জিনের প্রভাব পড়েছে তাহলে লোকেরা মেনে নেয় যে জিনের প্রভাব পড়েছে, জিনদের পুরো বংশের প্রভাব পড়েছে বলে দেয় তাহলে লোকেরা জিনের পুরো বংশের প্রভাব পড়েছে বলে মনে করে আর যেই এই কারণই বলে দেয় লোকেরা সেই কারণটি অন্তরে গেঁথে নেয়। বাবাজানদের উচিত অকারণে লোকদের ভয় না দেখানো তবে তাদের হিসাব বা ইস্তিখারা ইত্যাদিতে যদি কোন এমন কারণ সামনে আসে তাহলে তা বলাতে কোন সমস্যা নেই। (মলফুযাতে আমীরে আহলে মুন্নাত, ৩/১১১ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: মাগরিবের পর আতর লাগানো কেমন? এবং পাঁচ থেকে চার বছরের বাচ্চাদের কি আতর লাগাতে পারবে?

উত্তর: মাগরিবের পর আতর লাগাতে পারবে। দিনে ও রাতে এমন কোন সময় নেই যেটাতে আতর লাগানো নিষেধ। চার পাঁচ বছরের বাচ্চা বরং পাঁচ দিনের বাচ্চাকেও বরং একদিনের বাচ্চাকেও আতর লাগাতে পারবে। এটা একেবারে ভুল,ভুল,এবং ভুল কথা যে মাগরিবের পর আতর লাগানোর দ্বারা বা বাচ্চাদের সুগন্ধি লাগানোর কারণে জিনে ধরে বা জিন লেগে যায়, এরকম কিছুই নয়। যদি এরকম হতো তাহলে জিনেরা সুগন্ধির সমস্ত দোকান লুণ্ঠ করতো। জানিনা তাদের সুগন্ধি পছন্দ নাকি পছন্দ না? তবে “ফেরেশতাদের সুগন্ধি পছন্দ।”

(ফেরদৌসুল আখবার, ২/৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৬৬০)

(আমীরে আহলে সুন্নাত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** এর পাশে বসা মুফতি সাহেব বললেন:) খলিফায়ে মুফতি আযম হিন্দ (মাওলানা আহমদ মুকাদ্দম রযবী নুরী সাহেব) এর বর্ণনা হলো হুযুর মুফতি আযম হিন্দ **رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ** বলতেন: মন্দ দূর্গন্ধযুক্ত জিনিসের কারণে জিনে ধরে, সুগন্ধি ইত্যাদির কারণে ধরে না। মাগরিবের পর কিছুক্ষণের জন্য বাচ্চা ও মহিলাদের বাহিরে যাওয়া থেকে বাধা দেয়ার^(১) একটি কারণ এটাও যে তাদের হয়তো ঐ দোয়া সমূহ মুখস্থ নেই যা তাদের এধরনের মাখলুকের (অনিষ্ট) থেকে বাঁচাবে, দ্বিতীয়ত তাদের মধ্যে পবিত্রতার এমন গুরুত্ব থাকেনা যার কারণে সে জিন ইত্যাদির প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৪/২৮৯ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: ফ্রিজে বা ঘরে লেবু রাখার কি কোন উপকার আছে?

উত্তর: বুয়ুর্গদের অভিমত হলো ঘরে লেবু থাকলে দুষ্ট জিন আসে না।

(লাকতুল মারজান ফি আহকামিল জান, ১০৩ পৃষ্ঠা) (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৪/৮০ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: অনেক সময় নতুন ঘরে বিপদ আপদ ও জিনের সমস্যা হয়ে থাকে এর সমাধান কি?

উত্তর: যেই ঘরে নামায পড়া হয়, তিলোওয়াত ও যিকির আযকার হয় ঐ ঘর অনেক বিপদ-আপদ থেকে হেফাযত থাকে। যেখানে যেই ঘরে গান-

১. নবী করিম **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেন: যখন রাতের প্রথম অংশ শুরু হয়ে যায় অথবা সন্ধ্যা হয় তখন তোমরা তোমাদের বাচ্চাদের সামলিয়ে রাখো কেননা ঐসময় শয়তান হুড়িয়ে পড়ে। অতঃপর যখন রাতের কিছু সময় অতিবাহিত হয় তখন বাচ্চাদের ছেড়ে দাও এবং দরজা বন্ধ করে দাও এবং আল্লাহর নাম নাও, কেননা শয়তান বন্ধ দরজা খুলে না। (বুখারী, ২/৩৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩২৮০) হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী **رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ** বলেন: শয়তান দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দুষ্ট জিন এবং দুষ্ট লোক উভয়। সন্ধ্যার সময়ই বাচ্চাদের ক্ষতিকারী (জিন) বেশি ঘুরা ফেরা করে। আরও বলেন: বুঝা গেলো যে জিন ও শয়তানের প্রভাব বাচ্চাদের উপর বেশি পড়ে থাকে, এজন্য বাচ্চাদের বের হওয়া থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

(মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৮৫ পৃষ্ঠা)

বাজনা, সিনেমা, নাটক, গালিগালাজ এবং ঝগড়া-বিবাদ মদ পান করার মতো গুনাহের কাজ হয় ঐ ঘরে বিপদ বেশি আসা-যাওয়া করে। একারণে নিজেদের ঘরকে প্রিয় নবী ﷺ এর সুন্নাত দ্বারা সজ্জিত করণ, নাত শরীফ এবং তিলাওয়াতের আওয়াজ আসলে إِنَّ شَاءَ اللَّهُ শয়তান পালিয়ে যাবে।

(এপ্রসঙ্গে আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরী মাওলানা উবাইদ রেযা আন্তারী মাদানী বলেন:) যদি জুমার দিন ১০০ বার “দরুদে তাজ” পড়ে ঘরের কোনায় কোনায় ফুক দেয় তাহলে বিপদ আপদ ইত্যাদি দূর হয়ে যাবে।

(আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ বলেন:) “আসহাবে কাহাফ” এর নাম লিখে যদি লাগিয়ে দেয়া হয় তাহলে দুষ্ট জিন ঘরে আসবে না আর হয়তো পালিয়ে যাবে। (শিফাউল আলিল মাআল ক্বওলুল জমিল, ১৬২ পৃষ্ঠা) এটার আরও অনেক চিকিৎসাও রয়েছে। (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৪/৩৫২)

প্রশ্ন: আমার বাচ্চার মায়ের উপর “জিন” এর প্রভাব পড়েছে অনেক চিকিৎসা করিয়েছি কিন্তু অবস্থা ভালো হচ্ছে না কোন অযিফা বলে দিন।

উত্তর: জিন থেকে বাঁচার অনেক চিকিৎসা রয়েছে তার মধ্যে একটি চিকিৎসা হলো যার উপর জিন ভর করেছে তার কানে আযান দেয়ার দ্বারা জিন চলে যাবে। (মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, ১৫/৩৫৫, হাদীস: ৩০৩৬০) এটাও একটি চিকিৎসা যে আটারো পারার সূরা মু’মিনীনের শেষ চার আয়াত (মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, ১৫/৩৫৫, হাদীস: ৩০৩৬০) যদি উচু আওয়াজে পড়া হয় তাহলে জিন পালিয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ১/১১১৫) إِنَّ شَاءَ اللَّهُ। একইভাবে “আয়াতুলকুরসী”ও জিনের জন্য উত্তম চিকিৎসা। (মাদানী পাঞ্জেশূরা, ১৫ পৃষ্ঠা) আল্লাহ পাক আপনার বাচ্চার আশ্রুকে দুষ্ট জিন থেকে মুক্তি দান করণ।

(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৪/১৪২)



প্রশ্ন: জিনদের কি তাদের আসল আকৃতিতে দেখা সম্ভব?

উত্তর: জিনদেরকে তাদের আসল আকৃতিতে দেখতে পারা বা না পারা নিয়ে ওলামায়ে কেরামের বিভিন্ন অভিমত রয়েছে, একটি অভিমত এটাও যে জিনদেরকে তাদের আসল আকৃতিতে কেউ দেখতে পারবে না (তাক্সীয়ে কুরতুবী, পারা ৮, সূরা আল আ'রাফ, আয়াতের ব্যাখ্যা: ২৭, ৪/১৩৪) সুতরাং জিনদের দেখার আশ্রয় না থাকা উচিত। অনেক লোক জিনদের ছবি বানিয়ে দেয়, অতঃপর ছবিগুলোর শিং ও বড় বড় দাঁতও বানিয়ে দেয়, এগুলো সবই ভূয়া ছবি, এসব ছবির সাথে সত্যিকারের কোন সম্পর্ক নেই।

(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৭/৪১৯)

প্রশ্ন: জিনেরা কি আল্লাহ পাকের ইবাদতও করে?

উত্তর: জি হ্যাঁ! জিনেরা আল্লাহ পাকের ইবাদতও করে। যেমন কুরআনে পাকে রয়েছে: আমি জিন এবং মানুষকে আমার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি। (পারা ২৭, সূরা যারিয়াত, আয়াত: ৫৬। নুহাতুল ক্বারী, ৪/৩৫১) জিনদের মধ্যে শুধুমাত্র মুসলমান থাকে তা নয় বরং জিনদের মধ্যে সাহাবীও হয়েছে। মক্কা শরীফে “জান্নাতুল মুআল্লা” এর দিকে “মসজিদে জিন” নামে একটি মসজিদে রয়েছে যেখানে জিনেরা নবী করীম ﷺ এর যবান মোবারকে কুরআনে কারিম শুনে ঈমান গ্রহণ করেছিলো।

(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৮/৩৪৬ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: জিন থেকে হেফাযত থাকার কোন চিকিৎসা বলে দিন।

উত্তর: ঘুমানোর সময় ধারাবাহিকভাবে বেষ্টনি করে নিন কেননা নবী করীম ﷺ ও বেষ্টনি করে নিতেন। এর পদ্ধতি হলো দোয়ার মতো হাত প্রসারিত করণ অতঃপর بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ সহকারে সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস শরীফ পাঠ করে হাতের তালুর উপর



ফুঁক দিন এবং সামনের পুরো অংশের উপর বুলিয়ে নিন, অতঃপর ডানে ও বামে যেখানে যেখানে হাত পৌঁছায় সেখানে হাত বুলিয়ে নিন। (মলফুযাতে আ'লা হযরত, ৩৩৮ পৃষ্ঠা) এভাবে করলে বেষ্টনি হয়ে যাবে, অতঃপর জিন বা যাদু কোন জিনিসেরই **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** প্রভাব পড়বে না। তবে এই আমলটি প্রতিদিন করবেন, উচ্চারণ সঠিক মাখরাজের শুদ্ধতাও ঠিক হওয়া উচিত। নামাযের মধ্যেও যতোটুকু পাঠ করা ফরয ততোটুকু শিখা ফরয, যতোটুকু পড়া ওয়াজিব ততোটুকু শিখা ওয়াজিব, এমনকি নামাযের মধ্যে আমরা যেসব সূরা বা আয়াত পাঠ করে থাকি, সেগুলো মুখস্থ থাকাও জরুরী।

(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৮/৯০)

(অন্য জায়গায় বলেন: এই বেষ্টনি সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত অর্থাৎ স্বয়ং প্রিয় নবী **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এই আমল করতেন। (বুখারী, ৩/৪০৭, হাদীস: ৫০১৭। মু'জামু কবির, ৭/১৫২, হাদীস: ৬৬৬৬) এই আমলটি সুন্নাতে মোবারকার নিয়তে করণ **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** না কোন জিন বিরক্ত করবে আর না কোন যাদু প্রভাব ফেলবে। (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৮/৮০)

প্রশ্ন: যদি কোন জায়গা অনেক মাস ধরে খালি পড়ে থাকে তাহলে কি সেটা জিনেরা দখল করে নেয়?

উত্তর: আল্লাহ পাক ভালো জানেন, তেমনই এটি একটি বাগধারা: “খানায়ে খালি রা দিউঁ মে গিরদ” অর্থাৎ যে ঘর খালি থাকে, সেটাতে ভূতেরা আশ্রয় ঘড়ে নেয়। কিন্তু এটি শুধুমাত্র বাগধারা কোন শরয়ী দলিল নেই, জিন এমনিতেই ঘরের ছাদেও থাকে। (লোকতুল মারজান ফি আহকামুল জান, ৪৪ পৃষ্ঠা। নুজহাতুল কারি, ৪/৩৫১) তাদের দেখা যায় না। আর তাদের খালি ঘর দখল করার প্রয়োজন নেই, তাদের মধ্য হতে প্রত্যেক জিনেরা বিরক্ত করে না বরং যেগুলো দুষ্ট জিন তারাই করে থাকে।

আল্লাহ পাক ঐসব দুষ্ট জিন থেকে আমাদের হেফাযত করুন, যদি এসব দুষ্ট জিনরা কোন জায়গা দখল করে নেয় তাহলে অনেক বিরক্ত করে, কেননা তাদেরকে দেখা যায় না, মানুষ কিভাবে তাদের থেকে বেঁচে থাকবে, এই ধরনের জিনেরাও জাহান্নামের উপযুক্ত। এবং যেসব জিন কাফের হবে, তারা সর্বদা জাহান্নামে থাকবে এবং গুনাহগার মুসলমান জিন সর্বদা জাহান্নামে থাকবে না বরং নিজেদের অপরাধের শাস্তি ভোগ করার জন্য জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

(নুযহাভুল ক্বারী, ৪/৩৫১) (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৮/৩৩৩)

প্রশ্ন: হাদীসে পাকের সারাংশ হলো “بِسْمِ اللَّهِ” বলা ব্যতীত খাবার খেলে শয়তান ঐ খাবারের মধ্যে অংশীদার হয়ে যায় যেমন ওলামায়ে কেরামগণ লিখেছেন জিনদের খাবার হলো হাড়ি এবং গোবর, সুতরাং শয়তান যেহেতু জিন সে আমাদের খাবারে কিভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে?

উত্তর: এটা কোথায় লিখা আছে যে, শয়তান আমাদের খাবার খেতে পারবে না? হাদীসে পাকে রয়েছে যে, শয়তান খাবারে শরিক হয়ে যায় যেমন একবার এমনই হলো যে, কোন এক ব্যক্তি খাবার খাচ্ছিলো আর সে “بِسْمِ اللَّهِ” পড়েনি আর খাবারের মাঝখানে তার “بِسْمِ اللَّهِ” মনে পড়লো তখন সে বলল: “بِسْمِ اللَّهِ أَوْ لَهُ وَآخِرُهُ” নবী করীম ﷺ এটা দেখে মুচকি হাসলেন এবং বললেন: শয়তান যা কিছু খেয়েছিলো সেগুলো বমি করে দিয়েছে। (আবু দাউদ, ৩/৪৮৮, হাদীস: ৩৭২৮) এটার অর্থ এই যে, শয়তান আমাদের খাবার খেতে পারে। (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৮/৮৬)

প্রশ্ন: মদীনা শরীফের পাশে যেটা ওয়াদিয়ে জিন (জিনের উপত্যকা) রয়েছে সেটার কি ভিত্তি কতটুকু?

উত্তর: (আমীরে আহলে সুন্নাত ۞ دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ ۞ এর পাশে বসা মুফতি সাহেব বললেন:) ওয়াদিয়ে জিন যেহেতু মদীনা মোনাওয়ারার নিকটবর্তী রয়েছে, এই কারণে সেটা সম্মানীত জায়গা কিন্তু ঐ উপত্যকা ঢালু হওয়া সত্ত্বেও জিনিস সমূহের নিজে নিজে উপরের দিকে যাওয়া বা মদীনা শরীফের দিকে অগ্রসর হওয়া কোন বৈজ্ঞানিক কারণে হয়ে থাকে। দুনিয়াতে এরকম আরো অনেক জায়গা রয়েছে যেখানে মধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণে ঢালু থাকা সত্ত্বেও উপরের দিকে চলে। এই গ্রামের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, সেখানে জিন রয়েছে যারা জিনিসগুলো মদীনার দিকে ঠেলে দেয় কিন্তু এটার কোন সত্যায়নের ব্যাপারে না কোথাও পড়েছি আর না কোন নির্ভরযোগ্য কারো কাছ থেকে শুনেছি।

(আমীরে আহলে সুন্নাত ۞ دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ ۞ বলেন) Magnet অর্থাৎ চুম্বকের মেরু নক্ষত্রের দিকে চলে যায়, এ ব্যাপারে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللَّهِ “ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া শরীফ” এ লিখেন যে, আজ পর্যন্ত বিজ্ঞান এটার রহস্য বের করতে পারেনি যে এটার আসল কারণ কি এবং চুম্বক নক্ষত্রের দিকে কেন যায়? (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ২৯/২৯৬ পৃষ্ঠা) তাহলে কি এখন এটা বলে দেওয়া যাবে যে, চুম্বকের মেরুর সাথেও অনেক বড় জিন আছে, যে চুম্বকের মেরুকে টেনে নেয়! অতএব এধরনের যেসব বিষয় বুঝে আসে না অথবা মানুষের জ্ঞানের নাগালের বাহিরে হয় লোকেরা সেটাকে জিনের দিকে সম্পর্কিত করে দেয় যে, তারা এরকম করতেছে। জিনদের অস্তিত্বের অস্বীকার নয়, এরা অবশ্যই আছে এমনকি মক্কা মুকাররমায় মসজিদে জিনও রয়েছে, কেননা ঐ জায়গায় নবী করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর মোবারক হাতে কিছু জিন ঈমান এনেছিলো, সেটার স্মরণ হিসেবে

মসজিদে জিন এখনো পর্যন্ত রয়েছে, যেটা “জান্নাতুল মুআল্লা” এর নিকটে রয়েছে। (আখবার মক্কাতুল লিয় যুরকী, ২/২০১। আশিকানে রাসূলের ১৩০টি ঘটনা, ২২৯ পৃষ্ঠা) অতঃএব জিনদের অস্তিত্ব নিশ্চিত কিন্তু এটার উদ্দেশ্য কখনো এটা নয় যে, বিবেকের বহির্ভূত যেই কাজই হোক না কেন সেটা জিনেরাই করতেছে বরং সেটার অন্য কারণও হতে পারে। (মলফুযাতে আমীরে আহলে মুন্নাত, ৪/১০১)

প্রশ্ন: মানুষ বলে যে “জিনদের মাধ্যমে যে দোয়া করা হয় তা কবুল হয়ে থাকে” এটা কি সঠিক?

উত্তর: যদি কোন নেককার জিনের সাথে সম্পর্ক হয়ে যায় তাহলে তাকে দোয়ার জন্য বলাতে কোন ক্ষতি নেই, জিনদের দোয়াও কবুল হয়ে থাকে। জিনদের মাধ্যমে দোয়া করানো তো দূরের কথা, অনেক নেককার মানুষ আছে তাদের মাধ্যমে দোয়া করিয়ে নিন। দোয়া তো গুনাহগার লোকেরও কবুল হয়ে থাকে। হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন “মযলুম কাফের ও মযলুম পশুর বদ দোয়াও কবুল হয়ে থাকে।” (মিরাতুল মানাজিহ, ৩/৩০০) এমনিভাবে পশুদের দোয়াও কবুল হয়ে থাকে। (মলফুযাতে আমীরে আহলে মুন্নাত, ৪/৩০২)

প্রশ্ন: মুসিবত দ্বারা উদ্দেশ্য কি? জিনেরাও কি মুসিবতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত?

উত্তর: প্রত্যেক আপদ-বিপদ ও পেরেশানকে মুসিবত বলা যেতে পারে। যেসব জিন মানুষকে কষ্ট দেয়, সম্পদ চুরি করে বা বিরক্ত করে তাদেরকেও মুসিবত বলা সঠিক যদিওবা তারা মুসলমান হোক বা কাফের অবশ্য যেসব নেককার মুসলমান জিনেরা একেবারে কষ্ট দেয় না তাদেরকে মুসিবত বলা যাবে না। আমেলদের(যারা জিন হাজির করে) পরিভাষায় অপবিত্র জিন তাদের বলা হয় যারা কাফের আর পবিত্র জিন বলা হয় তাদেরকে যারা মুসলমান যদিওবা তারা মানুষকে কষ্ট দেয় এবং লুণ্ঠতারাজ

করে কিন্তু মুসলমান হওয়ার কারণে তাদেরকে পবিত্র জিনেই বলা হয়। মানুষদের মধ্যে ছুরি-ডাকাতি বা বিভিন্ন গুনাহ সম্পাদনকারী মুসলমান আকিদার ভিত্তিতে পবিত্রই বলা হবে যদিও বা সে আমলের দিক দিয়ে পবিত্র নয়। (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৬/১৬)

প্রশ্ন: বলা হয় যে ঘরে সাদা মুরগি রাখা উচিত, এতে বলা-মুসিবত দূর হয়, কিন্তু যদি ঐ মুরগি জবেহ করতে হয় তখন কি করবে?

উত্তর: এটা জরুরী নয় যে মুসিবত শুধুমাত্র সাদা মুরগি দ্বারা দূর হবে, যদি সেটা কাটতে তাহলে ছুরিই সেটাকে কেটে দিবে। অবশ্য হাদীসে পাকে সাদা মুরগি ঘরে রাখার উৎসাহের ব্যাপারে এভাবে রয়েছে যে, জিন ও বিপদ ইত্যাদি দূর হয়ে যায়। (মু'জাম আওসাত, ১/২০১, হাদীস: ৬৭৭) এরকম বিষয়াদি হাদীসে পাকে উল্লেখ রয়েছে। ফয়যানে সুন্নাতের প্রথম খন্ড “খাবারের আদব” অধ্যায়ে সাদা মুরগির ব্যাপারে রেওয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে।^(১) (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ১/৪৫৬)

প্রশ্ন: যখন বাচ্চারা কথা শুনে না সাধারণত তখন তাদেরকে জিনের কথা বলে ভয় দেখানো হয়, যেমন রুমের ভিতর কেউ সাইকেল বা খেলনা রাখল আর বাচ্চা বার বার সেখানে যায় তখন বলে যে, সেখানে যেও না জিন আসবে এভাবে বাচ্চাদের ভয় লাগানো কেমন?

উত্তর: যদি এইভাবে ভয় লাগায় তাহলে এটি অনেক মন্দ কাজ, মিথ্যা, ধোকা এবং অনেক মন্দের সমষ্টিও। এর দ্বারা বাচ্চার অন্তরে জিনের ভয়

১. শ্রিয় নবী ﷺ এর দুইটি বাণী: (১) সাদা মুরগি রাখো, এজন্য যে, যে ঘরে সাদা মুরগি থাকবে শয়তান ও যাদু ঐ ঘর এবং আশে পাশে ঘরের নিকটও যাবে না। (মু'জামু আওসাত, ১/২০১, হাদীস: ৬৭৭) (২) সাদা মুরগিকে মন্দ বলো না, এজন্য যে সে আমার বন্ধু এবং আমি তার বন্ধু আর তার শত্রু আমার শত্রু, যতোটুকু তার আওয়াজ যায় এটি জিনদের দূর করে।

(লাকতুল মারজান ফি আহকামিল জান, ১৬৫ পৃষ্ঠা)

বসে যাবে এবং বাচ্চার Character (চরিত্র) নষ্ট হয়ে যাবে। বাচ্চাদের কখনো এইভাবে ভয় লাগাবেন না, বরং তাদের মন বড় রাখুন এবং এদেরকে বাহাদুর বানান। (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৩/৪১৭)

প্রশ্ন: আমার কাজিনের মোবাইল হারিয়ে গেছে, ইস্তেখারা করিয়েছি তখন উত্তর এসেছে এটি জিনদের অনিষ্টতা, এটা বলুন যে জিনেরাও কি এরকম অনিষ্টতা করতে পারে?

উত্তর: এরকম হওয়া তো সম্ভব, কিন্তু জরুরী নয় যে, আমরা প্রতিবার চুরির অপবাদ জিনের উপর দিবো। দুই পা ওয়ালা জিন (অর্থাৎ চুর, ডাকাতি)ও চলাফেরা করছে এরাও কারো থেকে কম নয়। মনে রাখবেন! ইস্তেখারা ১০০ পার্সেন কতরী (অকাট্য) নয় বরং জন্নি (ধারণামূলক) হয়ে থাকে, সুতরাং মোবাইল চুরি হওয়াটা জিনের অনিষ্টতা মনে করে হাতের উপর হাত রেখে বসে থাকবেন না বরং মোবাইল খুজুন কেননা অনেক সময় বান্দা এদিক সেদিক রেখেও ভুলে যায়। (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৬/২৭৪)

নোট: ১১ পৃষ্ঠার শেষ প্রশ্ন, ১২ পৃষ্ঠার প্রথম প্রশ্ন এবং ১৫ পৃষ্ঠার শেষ প্রশ্ন “শো’বায়ে মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত” এর পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে যেগুলোর উত্তর আমীরে আহলে সুন্নাত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** ই দিয়েছেন।

শয়তান ও জিনদের আনিষ্ট থেকে হিফায়ত

ঘরের দরজা বন্ধ করার সময় মনে করে
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ পাঠ করে নিন اِنَّ شَیْطَانَ الرَّحِیْمِ শয়তান
ও অনিষ্টকারী জিনেরা ঘরে প্রবেশ করতে পারবে না।

(বুখারী, ৩/৫৯১, হাদীস: ৫৬২৩)

রুমের দরজা, জানালা, আলমারির দরজা যতবার
খোলা-বন্ধ করবেন বা পোশাক, থালা ইত্যাদি জিনিসপত্র
রাখা বা নেয়ার সময় প্রত্যেকবার بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
পাঠ করার অভ্যাস করে নিন। اِنَّ شَیْطَانَ الرَّحِیْمِ অনিষ্টকারী
জিনেরা আপনার ঘরে প্রবেশ করা আর আপনার জিনিসপত্র
ব্যবহার করা বা চুরি করা থেকে বিরত থাকবে।

(ফয়যানে সুন্নাহ, ১/১৩৭)



এমদারী রাসে কল
বেকতে হাকুন

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আব্দরকিদ্দা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েরাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আব্দরকিদ্দা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপরি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net